‘মরিবার হল তার সাধ’

দিলরুবা শাহানা

জায়নামাজ শব্দটা ক'দিন ধরে বাড়ীতে বড় বেশী শুনা যাচ্ছে। একটা উত্তেজনা জায়নামাজকে ঘিরে। একটা সংঘর্ষেরও আভাষ যেন বাতাসে। ঐদিনতো জায়নামাজ নিয়ে লিনার মন্তব্যে ওর স্বামী আরমান রীতিমত আহত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, ফুসে উঠেছে। বিদেশ থেকে সদ্য আগতা মেজ জা তিনপুরুষের প্রায় ভুলে যাওয়া এক পারিবারিক জায়নামাজ বিষয়ে প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে তথ্যতালাশ শুরু করেছেন। সবাই বিস্মিত তার জায়নামাজে মতিগতি নিয়ে। শংকিত ঐ নির্দিষ্ট জায়নামাজের জন্য তার মন উচাটন দেখে। লিনা জায়নামাজ খুঁজে ব্যতিব্যাস্ত, ক্লান্ত, তিতিবিরক্ত।

না পেয়ে হতাশ গলায় বলে উঠলো ‘আমার বিয়ের পর মেজভাবীকে এই নিয়ে চার বার দেশে আসতে দেখলাম, একবারও নামাজতো দূরে থাক পশ্চিম দিকে আছাড় খেয়ে পড়তে দেখলাম না; মেজু মারা যেতেই এখন ঐ অভিশপ্ত জায়নামাজের জন্য প্রায় সবার ঘুম হারাম করে ছাড়ছেন’

শুনেই আরমান ফুসে উঠলো ‘দেখ, মেজভাবী জায়নামাজে আছাড় খাবে কিনা তাতে আমাদের কিছু যাবে আসবে না তুমি কেন বলছো জায়নামাজ অভিশপ্ত কেন বলতো?’

বুদ্ধিমতী লিনা তখনই চুপ করে গেল। তাদের বড় জা এ বাড়ীরই একতলাতে থাকেন। উনিই চুপিচুপি তিনপুরুষের জায়নামাজের কাহিনী বলেছিলেন। দাদীশাশুড়ী, শাশুড়ী এই জায়নামাজেই নামাজ পড়ে জিন্দেগী শেষ করেছেন। ধার্মিক ছিলেন। সুখশান্তিতেই জীবন যাপন শেষে পরপারে যাত্রা তাদের। দু'জনের মৃত্যুই পরিণত বয়সে। তবে দু'টো মৃত্যুই অদ্ভুত ও আকস্মিক।

বড় জা সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন ‘আমিও কোনদিন পড়িনি, তুইও কখ্খনো এতে নামাজ পড়িস না বুঝলি’।

লিনা ভয় পেয়ে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করেছিল ‘বাড়ীর পুরুষরা যদি এতে নামাজ পড়া শুরু করে তখন...’

বড় জা একটু কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন ‘আমার কাছে এনে দিসতো জায়নামাজটা, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়। সবারতো পারিবারিক স্মৃতির জন্য খুব আধিখ্যেতা তা নাহলে ফকির টকিরকে দিয়ে দিতাম।’

জায়নামাজ শেষ পর্যন্ত বড় জাকে দিয়েছিল কি না লিনার ঠিক মনে পড়লো না। মনে ক্ষীণ আশা জাগলো উনাকেই জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে জায়নামাজের খবর।

মেজ জাকে লিনা পছন্দ করে। বিদেশ থেকে আসলেই অনেকের কেমন যেন ন্যাকামো ব্যবহার। কারো আবার ছুচিবায়ূগ্রস্থের মতো আচরণ। দেশী কোন জিনিসই ভাল না বলে চট্ করে উন্নাসিক মত দেওয়ার বাতিক। পানি ভাল না, খাবার ভাল না তাই পেট খারাপ হয় বলে অভিযোগ। মেজ জা অভিযোগ না তুলে চিন্তা করে কারন বের করতে চেষ্টা করেন।

একবার এক আত্মীয় খাওয়ার টেবিলে বসে বলেছিলেন ‘দেশে কোন মাছটা ভাল পাওয়া যায় বল? আমরা নিউইয়র্কে বসে এরচেয়ে ভাল টেংরা, পাবদা আর ইলিশ খাই’

মেজভাবী সাথে সাথে বললেন 'হু কেনার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষের রক্ত-ঘামে মেশা জিনিস সহজে কিনছো, ভাবলে কষ্ট হয় যে দেশের মানুষ দেশের ভাল জিনিসটা পায়না।'

আরেক বার এক বিদেশী মেহমান বাচ্চাকে টয়লেটে পাঠানোর আগে নিজে উঠে গিয়ে টয়লেট সাফসুত্রা কি না যাচাই করে নিলেন।

কপট বিনয়ে হেসে বললেন 'ঐসব দেশেতো সবকিছু ভীষণ পরিস্কার ঝক্‌ঝকা আর কার্পেটে ঢাকা তাই এখানে এসে বাচ্চাদের নিয়ে দুঃশ্চিন্তাই হয়'

মেজভাবী বললেন 'জানেন বোধহয় ঐ কার্পেটের মিহি ধূলা থেকে চামড়ার এলার্জী আর হাপানী কত বেশী ওইসব দেশে, ভালমন্দ ওখানেও আছে।'

বিদেশে সব ভীষণ পরিস্কার এই বারতার ঝান্ডাবাহী উন্নাসিক মহিলার ঝান্ডাটি হঠাৎ আঘাতে নেতিয়ে পড়লো। অহংকারের বেলুন মূহুর্ত্যে চুপ্‌সে গেল।

মেজভাবী শান্ত স্বরে বললেন 'সাফসাফাইয়ের উজর দেখিয়ে কারো পায়খানা পরখ করা বিদেশী কেতা বোধহয়।'

মেজভাবী বড় সহজ সুরে উচিত কথা বলে দেন। ভাল আছেন বিদেশে এটা গর্ব করে বলার মত কিছু না। দেশের দৈন্যদশার জন্য অবজ্ঞা নয় আফসোস করেন বেশী।

মেজভাবী ঐ দেশে বয়স্ক মানুষদের একাকীত্ব আর অসহায়ত্বের গল্প করেছিলেন। আত্মীয়-বন্ধু কেউ খবর নেয় না। ওল্ডহোমের বাসিন্দাদের আপন সন্তানরাও বিশেষদিবস যেমন মা দিবস, বাবা দিবসে লোক দেখানো আতিশয্য করে। বাস ওইটুকুই।

মেজ ভাসুর মারা গেছেন। তাও বছর ঘনিয়ে এসেছে। বছর দেড়েক কষ্টকর রোগে ভুগেছেন। একমাত্র মেয়ে পেশায় ও সংসারে সফল আর সুখী। মেজ জা বলেছেন হাজার কাজ, পথের দূরত্বের মাঝেও মেয়ে বাবার দেখভাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অর্থপ্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাবার কষ্ট দূর করার উপায় না পেয়ে খুব অবুঝপনা করেছে মাঝে মাঝে। তার ভালমানুষ বাবার কপালে কেন এতো কষ্ট লেখা বলে আহাজারী করেছে। কখনো হিংসুকের মত ছিল আচরণ। বলতো অমুকরা মানুষ ভাল না কই তাদের কেন এমন অসুখ হয় না। অসুখের কষ্ট দ্বিগুণ করেছে মেয়ের হাহাকার। কখনো কখনো মনে হয়েছে মেয়ে বাবার তড়িৎ মরণ যেন চাইছে। মেজভাবী কষ্টের শ্বাস আটকে রেখে বলেছিলেন

'এটা কি বাবার দূর্দশামুক্তির জন্য নাকি নিজের ঝামেলামুক্তির জন্য কে জানে?'

সবই লিনা শুনেছে মেজ জায়ের কাছে।

অনেক ভাবনাচিন্তা করে লিনা ঠিক করলো মেজভাবীকে নতুন একখানা জায়নামাজ কিনেই দেবে। আরও ভাবলো ঐ অপয়া জায়নামাজের কাহিনীও তাকে শুনাবে।

সময় সুযোগ বুঝে মেজ জাকে নতুন জায়নামাজ কিনে দেওয়ার প্রস্তাব করলো।

ম্লান হেসে উনি বললেন 'না রে নতুন জায়নামাজ আমারই আছে'

লিনা অবাক হয়ে বললো 'তো এই পুরাতনটার কি দরকার?'

'তোর মেজু যখন খুব কষ্ট পাচ্ছিল তখন কয়েকবার বলেছে যে দাদী আর মা'র জায়নামাজে নামাজ পড়তে পারলে তার বোধহয় সহজে মরণ হতো'।

'মেজু কি কখনো তোমাকে ঐ জায়নামাজের গল্প আগে বলেছেন?'

কোন উত্তর না দিয়ে অদ্ভুত শূন্য চোখে উনি লিনাকে দেখলেন। সে চাউনিতে লিনা দেখলো মৃত্যুর জন্য আকুতি। সহ্য করতে পারলো না। সরে গেল সে।

বহুবছর আগে শুক্রবারে আছরের নামাজের সময়ে ঐ জায়নামাজে সেজদা দিয়ে তাদের সুস্থসবল দাদী শাশুড়ী বলা নেই কওয়া নেই শেষ ঘুমে ঢলে পড়েন।

সবাই নাকি বলছিল 'আহা এমন শান্তির মরণ কয়জনের ভাগ্যে জুটে। বড় পূণ্যবতী ছিল তাই নিজে কষ্ট পায়নি অন্য কারওকেও তার জন্য কষ্ট করতে হলোনা'।

শাশুড়ী মারা গেলেন রমজান মাসে তারাবীর নামাজের সেজদায় ঐ জায়নামাজেই। অসুখবিসুখ ছিলনা। সবাই আবারও অনেক ভাল কথা বললো। অনেকে নিজেদের জন্য ঐরকম শান্তির মরণ মাঙলো।

লিনা ভয় পেল। বিস্মিত হল ভেবে যে বিদেশের বিপুল বিত্তবৈভবের আর চরম একাকীত্বের ভুবনে মেজ জা জায়নামাজে নতশিরে শান্তির মৃত্যুই চাইছেন!